বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

রোহিঙ্গা মুসলিমদের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে আরাকানকে পুনরায় খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে ফিরিয়ে আনা

হে সম্মানিত মুসলিমগণ! হে সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ যারা হচ্ছেন মহৎ ও নিষ্ঠাবান!

রোহিঙ্গা মুসলিমদের রক্ষায় হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নেতৃত্বে দ্রুত খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন

কি চরম দুর্দশা আমাদের... এবং কি নিদারুণ যন্ত্রণা আমাদের...যখন গোটা বিশ্ববাসীর সামনে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলিমদের সামনে আরাকানের মুসলিমদের উপর নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে, মুসলিম বোনদের সম্ভ্রমহানি ঘটছে। আমরা রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের কান্না শুনতে পাই যখন রাতের আঁধারে সবকিছু নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে যায়, আমরা তাদের রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নগুলো দেখতে পাই, আমরা সেইসব আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাই যা তাদের বাড়ি-ঘরকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে, আমরা তাদের সম্ভ্রমহানির সাক্ষী। আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখি, এই রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসার মত কেউ নাই!

হে মুসলিমগণ আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, পৃথিবীর বুকে যখন খিলাফত নেতৃত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন খলীফা হারুন অর-রশিদের শাসনামলে ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম বার্মায় তথা মিয়ানমারে প্রবেশ করে এবং ইসলামের মহত্ব, সততা ও ন্যায়বিচারের কারণে পুরো বার্মাজুড়ে ইসলাম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এই আরাকান রাজ্য ৩৫০ বছরের চেয়েও বেশী, অর্থাৎ ১৪৩০ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের অধীনে ছিল। তারপর, ইসলামবিদ্বেষী অজ্ঞ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আরাকানকে দখল করে এবং প্রতিহিংসাবশতঃ ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করে, মুসলিমদের হত্যা করে ও ব্যাপক রক্তপাত ঘটায়, বিশেষ করে ইসলামের আলেমগণ এবং দাওয়াহ্‌বহনকারীরা এহেন প্রতিহিংসার সবচেয়ে বেশী শিকার হন। এছাড়াও তারা মুসলিমদের সম্পদ লুট করে, মসজিদ ও স্কুলসহ ইসলামের স্থাপত্যসমূহ ধ্বংস করে। পরবর্তীতে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী বিশেষ করে বৃটেন কৌশলগত ও সমৃদ্ধশালী এই ভূ-খন্ডে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে এবং একই কায়দায় মুসলিমদের তাদের ভূমি থেকে বিতাড়নসহ হত্যা-নির্যাতনে হিংস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মদদ জোগায়। ভারতবর্ষ থেকে বিদায়ের পর বৃটিশরা প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাদের দালাল ভারতের মাধ্যমে বার্মার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও চীনকে নিয়ন্ত্রণের নীতির কারণে এই আরাকান রাজ্যটি বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং এই অঞ্চলে সে ইসলামের শত্রু এবং চীনের প্রতিযোগী ভারত বিশেষতঃ মোদী সরকারকে হাতে নিয়ে তথাকথিত নোবেল বিজয়ী অং সান সু চিকে হাতিয়ার করে (যার পিতাকে বৃটিশ বিরোধীতার কারণে হত্যা করা হয়) অত্র অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই কুফরগোষ্ঠী তথা হিংস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু, এবং সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন-ভারত-বৃটিশদের স্বার্থের দ্বন্দ্বের শিকার হচ্ছে এই রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী। এই আরাকান হলো মুসলিমদের ভূ-খন্ড, এর প্রতিটি ইঞ্চি উদ্ধার করা মুসলিমদের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব। সুতরাং, খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠা করে আরাকান রাজ্যকে পুনরায় খিলাফত রাষ্ট্রের সাথে একীভূত করাই হবে মুসলিম এই জনগোষ্ঠীকে বিশ্ব কাফির-মুশরিক সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।

হে মুসলিমগণ!

হাসিনার তথাকথিত মানবিক কারণে রোহিঙ্গা মুসলিমদের আশ্রয় প্রদান রোহিঙ্গা সমস্যার প্রকৃত সমাধান নয় বরং এটা রোহিঙ্গা মুসলিমদের ঘিরে পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। হাসিনা কর্তৃক রোহিঙ্গা মুসলিমদের ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু ভারত ও মার্কিনীদের কাছে সহযোগীতা চাওয়া 'মেষকে রক্ষা করতে নেকড়ে ডেকে আনার শামিল'। হাসিনা বিশ্ব কাফির-মুশরিক সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন-ভারত-বৃটিশদের ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার, সে রোহিঙ্গা মুসলিমদের মুক্তির সমাধান নয়। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"একজন মুসলিম অপর এক মুসলিমের ভাই, সে তাকে অত্যাচার করে না পরিত্যাগও করে না"** [সহীহ্ মুসলিম], তখন হাসিনা রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের পরিত্যাগ করে মিয়ানমার সরকারের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যৌথ অভিযানের প্রস্তাব প্রেরণ করেছে, ঠিক যেমনটি ভারত বলেছে, সে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের দমনে মিয়ানমারের পাশে থাকবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, সে মিয়ানমারের সাথে তার সামরিক সহযোগীতা বৃদ্ধি করবে। ইসলাম এবং মুসলিমদের শত্রু হাসিনার কাছ থেকে আমরা এর চেয়ে ভালো আর কি আশা করতে পারি, যে কিনা কাশ্মিরের মুসলিমদের বিরুদ্ধে নৃশংসতায় ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু মুশরিক ভারতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল? যার হাত বাংলাদেশের মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত? যে কিনা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং মুসলিমদের রক্ষাকবচ খিলাফতের প্রত্যাবর্তনকে ঠেকাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে?

হে মুসলিমগণ!

মুসলিম বিশ্বের শাসক অথবা তথাকথিত ও.আই.সি-এর কাছ থেকে আমরা কিইবা আশা করতে পারি? যারা মার্কিনীদের নির্দেশে সৌদী নেতৃত্বাধীন ৩৪ জাতি সামরিক জোট গঠন করে – ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; ফিলিস্তিন, সিরিয়া, আফগানিস্তান, কাশ্মির ও আরাকানের মুসলিমদের রক্ষা করতে নয়, অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, **"যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য"** [সূরা আল-আনফাল : ৭২]। এই শাসকেরা কি জানেনা মজলুমের সাহায্যে সেনাবাহিনীকে জিহাদে প্রেরণ করা একটি ফরয দায়িত্ব? তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পরিবর্তে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নির্দেশ পালন করে যারা তাদেরকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলে নিয়োগ দিয়েছে। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের অবৈধ দখলদারিত্ব ও মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ শোষণে আমাদের সেনাবাহিনীকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে পাঠায়। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশের মজলুমদের সাহায্যে সেনাবাহিনী পাঠায় না, কারণ মুসলিমদের দুর্দশা তাদের কাছে মূখ্য বিষয় নয়। যেখানে মিয়ানমারের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পরমাণু শক্তির অধিকারী পাকিস্তানের উচিত তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করা, সেখানে পাকিস্তানের শাসক মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করতে জেএফ-১৭ থান্ডার মাল্টিরোল ফাইটার বিক্রি করেছে এবং তাদের সাথে থার্ড জেনারেশন ফাইটার জেট তৈরির প্রযুক্তি সরবরাহের চুক্তি করতে যাচ্ছে। হে মুসলিমগণ, আমাদের বিষয়াদিসমূহ এমনই দালাল শাসকদের হাতে অর্পিত হয়েছে...যারা ইসলাম এবং মুসলিমদের রক্ষা করাতো দূরের কথা বরং ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ঠিক যেমনটি ইহুদী, মুশরিক ও খ্রিষ্টানরা করছে।

হে মুসলিমগণ!

আন্তর্জাতিক বিশ্ব রোহিঙ্গা মুসলিমদের এই সংকটের মূল কারণ, সুতরাং তাদের কাছ থেকে সমাধানতো প্রশ্নই উঠেনা। মিয়ানমারের সামরিক শাসকগোষ্ঠী

এখনও বৃটিশদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুসলিম শাসনামলের শেষ থেকে এখনো পর্যন্ত বৃটিশরা উগ্র বৌদ্ধদেরকে মুসলিম হত্যা ও নির্যাতনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ দিয়ে আসছে। এছাড়া ধূর্ত এই বৃটিশরা মিয়ানমারে মার্কিন প্রভাবকে মোকাবেলা করতে চীন ও রাশিয়াকে সামরিক জান্তার নৈকট্য করে তোলে। রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করে রাখাইন রাজ্যে চীন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। রাশিয়া মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরোধীতা করে মিয়ানমারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। চীন, রাশিয়া এবং ভারত যারা যথাক্রমে জিনজিয়ান, চেচনিয়া এবং কাশ্মিরে মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, তাদেরকে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসার আহ্বান চরম অজ্ঞতা কিংবা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না। ইরাক, আফগানিস্তান ও সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের হত্যাকারী ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কৌশলগত কারণে আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে বর্তমান মোদী সরকারকে হাতে নিয়ে তাদের গণতন্ত্রের স্বর্ণকন্যা নোবেল বিজয়ী অং সান সু চিকে ব্যবহার করে এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ভারত, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাখাইন রাজ্যের নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরে ১৬ জুলাই ২০১৭ মালাবার ২০১৭ নামক ত্রিদেশীয় নৌমহড়ার আয়োজন করে। তথাকথিত জাতিসংঘ কিংবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মুসলিমদের বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কোন বাস্তব পদক্ষেপ না নিয়ে শুধুমাত্র নামমাত্র আহ্বান বা নিন্দা জানানোর মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং মুসলিমদের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য আধিপত্যকে আরও সম্প্রসারিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"তারা যদি তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, তাহলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হবে, এবং তাদের হস্ত ও রসনাসমূহ প্রসারিত করে তোমাদের ক্ষতি সাধন করবে, এবং তাদের আকাংখা, তোমরা যেন কাফিরদের কাতারে সামিল হও।" [সূরা আল-মুমতাহিনা : ২]

হে সম্মানিত মুসলিমগণ!

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মাহ্ কোন উদ্বাস্তু উম্মাহ্ নয় যে রোহিঙ্গা মুসলিমরা কিছুদিন পর পর আক্রমণের শিকার হয়ে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয়ের আশায় বঙ্গোপসাগর কিংবা নাফ নদীতে ডুবে মরবে; রাষ্ট্রবিহীন অবস্থায়, খোলা আকাশের নীচে মানবেতর জীবন-যাপন করবে, ত্রাণের আশায় হাহাকার করবে। বরং, মুসলিমদের রক্ষাকবচ খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই প্রকৃত ও বাস্তবসম্মত সমাধান নিহিত, যা তাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদাকে পুনঃস্থাপিত করবে। সুতরাং, রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষা করতে হলে খিলাফতের নেতৃত্বের অধীনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে জিহাদে প্রেরণ করতে হবে, যা মুসলিমদের শত্রু মিয়ানমার সরকার ও হিংস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কবল থেকে আরাকানকে মুক্ত করবে। সরকারের নিকট সমাধানের দাবী জানিয়ে সমাবেশ করে কোনো লাভ নেই। এই সরকারের (কিংবা জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের) নিকট দাবী জানানোর পরিবর্তে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নিকট দাবী জানান। আপনাদেরকে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নিকট দাবী জানাতে হবে যেন তারা এই সরকারকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। আপনাদের আয়োজিত সমাবেশ ও মিছিলগুলো থেকে এই দাবী তুলে আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। আপনাদের দাবী হতে হবে সেনানিবাসগুলোর প্রতি, সরকারের প্রতি নয়। এবং এই দাবীকে সেই সকল সামরিক অফিসারদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে যারা আপনাদের পরিচিতজন, পরিবারের সদস্য, আত্মীয় কিংবা বন্ধু...তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এবং এই চাপকে ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে। খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই স্বমূলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করবে এবং এটাই একমাত্র কার্যকরী ও স্থায়ী সমাধান। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"ইমাম (খলীফা) হচ্ছেন সেই ঢাল যার পেছনে মুসলিমরা যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে।" [সহীহ্ মুসলিম]

হে সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ যারা হচ্ছেন মহৎ ও নিষ্ঠাবান!

আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের উপর যে অবর্ণনীয় জুলুম হচ্ছে তা দেখে আপনাদের শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠে এবং আপনারা জানেন রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হবে সমুচিত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে, এই ঘৃণ্য অপরাধী রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে নয়। বরং, যা আপনাদেরকে দ্বিধান্বিত করে সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ বিষয়ে এগিয়ে আসবে অথবা আপনারা হাসিনাকে পরোয়া করেন, যে কিনা আপনাদেরকে সামরিক ব্যারাকে বন্দি করে রেখেছে এবং আপনাদেরকে আপনাদের মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষায় পরিচালিত হতে দিচ্ছে না। আন্তর্জাতিক কাফির সম্প্রদায় কিংবা বিশ্বাসঘাতক হাসিনাকে পরোয়া করতে আপনারা বাধ্য নন, বরং আপনারা আল্লাহ্'র হুকুম পালন করতে বাধ্য। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"তোমাদের কি হলো, তোমরা কেন আল্লাহ্'র রাহে লড়াই করছো না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।"** [সূরা আন-নিসা : ৭৫]। অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের অবর্ণনীয় কষ্ট আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ১৯২৪ সালে ইসলামী বিশ্বের অভিভাবক খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের পরে মুসলিমদের রক্ত কতটা সস্তা হয়ে গিয়েছে। আমাদের উপরে অভিশপ্ত জাতি-রাষ্ট্রের ব্যবস্থা জোরপূর্বক চাপিয়ে আপনাদেরকে ছোট ছোট আঞ্চলিক খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রেখেছে, ফলশ্রুতিতে হতভাগ্য রোহিঙ্গাদের করুণ আর্তনাদ আপনাদের কানে আছড়ে পড়ছে, অন্যথায় ইতিমধ্যেই আরাকানের মুসলিমদেরকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের মধ্য হতে একজন মুহাম্মদ বিন কাসিমের আবির্ভাব ঘটত। আমরা আপনাদেরকে যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আপনাদের হাতে রয়েছে সামরিক সক্ষমতা যার দ্বারা অনতিবিলম্বে হাসিনাকে অপসারণ করুন এবং খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ প্রদান করুন। এই খিলাফত রাষ্ট্রের খলীফাই আল্লাহ্'র নির্দেশমতো আপনাদের রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষায় আপনাদেরকে জিহাদে প্রেরণ করবেন এবং আরাকানকে মুক্ত করে পুনরায় খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে ফিরিয়ে আনবেন। আর যদি আপনারা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তাহলে এই মজলুম মুসলিম জনগোষ্ঠী এই দুনিয়াতে আপনাদেরকে অভিশাপ দিবে এবং রোজ কিয়ামতের দিন আপনাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্'র দরবারে সাক্ষী দিবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"যদি তোমরা অগ্রসর না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন মর্মন্তুদ শাস্তি দ্বারা।"** [সূরা তওবা : ৩৯]

জেনে রাখুন, এই সংগ্রামে আপনারা একা নন, মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সদস্যগণ খিলাফতের পক্ষে জনমত তৈরি করছে এবং মুসলিম উম্মাহ্ অধীর আগ্রহে খিলাফতে রাশিদাহ্'র আবির্ভাবের অপেক্ষায় আছে। এছাড়া মুসলিম বিশ্বের এসব দেশগুলোর সামরিক বাহিনীতে রয়েছে আপনাদের মতো নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারবৃন্দ যারা এই সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল ছিন্ন করে মুসলিম উম্মাহ্'কে সাথে নিয়ে আপনাদের সাথে একীভূত হবেন।

"আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন।" [সূরা আন-নূর : ৫৫]

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
২৬ জিলহজ্ব, ১৪৩৮ হিজরী

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে
যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ